দৈনিক বাংলা

তারিখ 2. 1.APR 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ভর্তির ভিড় সর্বত্র

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ২১২৬টি আসনের জন্য ২২ হাজার প্রার্থী দরখাস্ত করেছে। অর্থাৎ প্রার্থী সংখ্যা আসন সংখ্যার দশগুণ। প্রতিটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ১০ জন করে প্রার্থী।

এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য চিত্রটা সুখকর নয়, বলতে গেলে উদ্বেগজনক। এই অবস্থা কেবল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েরই নয়, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও। মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্ষেত্রেই এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি বিদ্যমান।

রাতারাতি এই অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। গত কয়েক বছর ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে আসন দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ভর্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনেক কঠিন শর্ত আরোপ করা সত্ত্বেও প্রার্থীদের সংখ্যা কমছে না, বরং বেড়েই চলেছে প্রতিবছর। অন্যদিকে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও মেডিক্যাল কলেজগুলো পরি-স্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রতিবছর আসন সংখ্যা বাড়িয়েছে। কিন্তু তাতেও কুলানো যাচ্ছে না। অথচ ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে এখন আর কোন মতেই আসন সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যেতে পারে দু'ভাবে। একটি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে। দ্বিতীয়ত কলেজগুলোতে অনার্স কোর্স খুলে। বলাবাহুল্য দুটোই কঠিন কাজ। একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সহজ ব্যাপার নয়। সমস্যা কেবল অর্থেরই নয়, উপযুক্ত শিক্ষকের ও সাজ-সরঞ্জামেরও। দুটোরই অভাব আছে আমাদের দেশে। অন্যদিকে, কলেজগুলোতে অনার্স কোর্স খোলা তেমন কঠিন কাজ না হলেও সেগুলোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা অতিশয় দুরূহ। ইতিমধ্যেই দেশের অনেক কলেজে অনার্স কোর্স খোলা হয়েছে। আমাদের জানা মতে সেগুলোতে পঠন পাঠন পরিস্থিতি তেমন সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া কলেজগুলোতে আর্টস বা কমার্স জাতীয় কোর্স অর্থাৎ যে সব কোর্সে প্রাকটিক্যাল করতে হয় না সেগুলো খোলার অবকাশ থাকলেও বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত কোর্স খোলা অত্যন্ত কঠিন; কেননা, তাতে গবেষণাগারের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া বইপত্রেরও সমস্যা আছে। তার সমাধানও তেমন সহজ নয়। তা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সম্প্র-সারণ করতে হবে। আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। কলেজ-গুলোতে অনার্স পাঠের সুযোগ বাড়াতে হবে। রাতারাতি এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়; তবে পরিকল্পিতভাবে এগুলে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সমস্যার তীব্রতা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে লাঘব করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা পোষণ করি।